East West University
EAST WEST
LIBRARY
Plot No-A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

সমকাল, ০৪-১২-২০২২, পৃষ্ঠা-০৪

সাক্ষাৎকার ॥ এয়ার কমডোর (অব.) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী

জঙ্গিবাদ নির্মূলে আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই

নিরাপত্তা বিশ্লেষক ইশফাক ইলাহী চৌধুরী, এনডিসি, পিএসসি ৩৫ বছর বিমানবাহিনীর কর্মজীবন শেষে ২০০৩ সালে এয়ার কমডোর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বেসরকারি ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার। এর আগে তিনি ট্রেজারার হিসেবে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক এবং রেজিস্ট্রার হিসেবে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্টাফ কলেজ ও ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজেও দীর্ঘদিন প্রশিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান এয়ারফোর্সে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগ দেওয়ার পর তিনি ১৯৭৫ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এ ছাড়া ডিফেন্স স্টাডিজে স্নাতকোত্তর এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজে এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মাহফুজুর রহমান মানিক

সমকাল: জঙ্গি ছিনতাইকাণ্ডে কয়েকদিন আগে আনসার আল ইসলাম 'দায় স্বীকার' করেছে। বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: আদালত আঙিনায় জঙ্গি ছিনতাইকাণ্ডের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের বিবৃতিতে বিস্ময়ের কিছু নেই। 'দাওয়ালিল্লাহ' নামে ওয়েবসাইটে এর আগেও বিভিন্ন সময় আনসার আল ইসলাম তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বিভিন্ন লেখা পোস্ট করেছিল। গত আগস্টে আল কায়দার শীর্ষ নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরি ড্রোন হামলায় নিহত হন। জাওয়াহিরি নিহত হওয়ার পর প্রতিশোধের হুমকি দাওয়ালিল্লাহের বিবৃতির মাধ্যমে দেওয়া হয়। নিষিদ্ধ এ সংগঠনটিই প্রকাশক দীপনকে হত্যা করেছিল। তাদের এই বিবৃতিতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে সতর্কতার বিষয় রয়েছে নিশ্চয়ই।

সমকাল: জঙ্গিবাদ দমনে সরকারের সাফল্যের দাবির সঙ্গে এই ঘটনা সাংঘর্ষিক নয় কি?

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: এটা সত্যি, জঙ্গিবাদ দমনে সরকার সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। হলি আর্টিসান হামলার পর দেশে বড় কোনো জঙ্গি হামলা হয়নি। যে কারণে আমরা দেখেছি, বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের ওপরে আছে কেবল ভুটান। এ অবস্থায় জঙ্গি ছিনতাইয়ের মতো অঘটন কেবল সাংঘর্ষিকই নয়, বরং অনাকাঙ্ক্ষিতও বটে। অনেকদিন ধরে বড় ধরনের জঙ্গি কার্যক্রম না হওয়ায় এক ধরনের শৈথিল্য আমরা দেখছি। সে কারণেই এমনটি হয়েছে।

সমকাল: এর আগেও জঙ্গি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে...।

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: ২০১৪ সালে ময়মনসিংহে প্রথম জঙ্গি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এর পুনরাবৃত্তি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের নিরাপত্তায় যে ধরনের সতর্কতা জরুরি ছিল, যে ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল, সেগুলো নেওয়া হয়নি।

সমকাল: কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেত?

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: আমি তো মনে করি, সাধারণ নিয়মই এ ক্ষেত্রে মানা হয়নি। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জঙ্গিকে কারাগার থেকে কীভাবে আদালতে নেওয়া হবে, তার স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। শুধু যদি ডান্ডাবেড়ি থাকত তাহলেও এ ধরনের সুযোগ তৈরি হতো না। এজলাসে যাওয়ার সময় ডান্ডাবেড়ি খুলে হাতকড়া পরানো থাকত আবার বিচার কার্যক্রম শেষে ডান্ডাবেড়ি পরানো উচিত ছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, নিরাপত্তায় ঘাটতিও ছিল যথেষ্ট। পর্যাপ্ত পুলিশ সেখানে মোতায়েন ছিল না। তা ছাড়া তাদের শুনানির সময় আদালতে সাধারণ মানুষের উপস্থিতির নিরাপত্তার স্বার্থেই বন্ধ করা দরকার ছিল। কোনো জঙ্গিকে হুমকি মনে হলে তাকে আদালতে আনার প্রয়োজন হয় না। ওই জঙ্গির আইনজীবীর মাধ্যমে শুনানি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সেটিও করা হয়নি।

সমকাল: সাম্প্রতিক সময়ে নতুন করে জঙ্গি 'রিক্রুটমেন্ট' হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: কভিড-১৯ ও ইউক্রেন যুদ্ধ অর্থনীতিতে যে সংকট তৈরি হয়েছে ও কর্মসংস্থানের ঘাটতি তৈরি করেছে, তাতে শিক্ষিত অথচ বেকারদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা তৈরি হয়েছে। জঙ্গিরা এই হতাশাগ্রস্তদের টার্গেট করেই তাদের দলে ভেড়ায়। যদিও আইএস বা আল কায়দার কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে আসছে। তারপরও তারা থেমে নেই। আফগানিস্তানে তালেবান আসার পর আল কায়দার মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়েছে। এক পক্ষ চাইছে তালেবান আরও কঠোর আইন কায়েম করুক। আমাদের দেশ থেকে যেখানে সিরিয়া, ইয়েমেন গেছে; সেখানে আফগানিস্তান খুব দূরে নয়। তার প্রভাবও বাংলাদেশে অস্বীকারের উপায় নেই।

সমকাল: আগে মনে করা হতো মাদ্রাসার শিক্ষিতরাই জঙ্গিবাদে জড়িত। হলি আর্টিসান ট্র্যাজেডি এবং এরপরও যেসব জঙ্গি ধরা পড়ছে, সেখানে সাধারণ শিক্ষিতদেরই বেশি দেখা যাচ্ছে। এর কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: অনলাইনে জঙ্গিবাদের প্রচার যেভাবে হচ্ছে, তাতে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে সেদিকে পা বাড়াচ্ছে। হলি আর্টিসান ট্র্যাজেডির অঘটন ছাড়াও জঙ্গিবিরোধী অভিযানগুলোয় সাধারণ শিক্ষিতরা ধরা পড়ছে। অনলাইন প্রচারের পাশাপাশি অনেককে সামাজিক বাস্তবতাও সেদিকে ঠেলে দিচ্ছে। কারও কারও ক্ষেত্রে বেকারত্বের হতাশার প্রভাবও রয়েছে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষিতরাও এখানে রয়েছে।

সমকাল: এক জঙ্গির জামিন দিয়ে দু'দিন পরই তা প্রত্যাহার করেছেন হাইকোর্ট। বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: সংবাদমাধ্যম সূত্রে জেনেছি, ২২ নভেম্বর নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের সদস্য শোয়াইব আহমদের জামিন প্রত্যাহার করেছেন হাইকোর্ট। এর মাধ্যমে জঙ্গিবাদ দমনে উচ্চ আদালতের আন্তরিকতা স্পষ্ট। তবে এর আগেও এমন অনেকের জামিন হয়ে গেছে, সেখানে অনেক ক্ষেত্রে তদন্তে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দুর্বলতা আমরা দেখেছি। বিশেষ করে সাক্ষীর অভাবে এ ধরনের সংকট তৈরি হয়। সে জন্য জঙ্গিবাদ-সংক্রান্ত বিচার কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে হওয়া জরুরি।

সমকাল: আপনি দ্রুত বিচারের কথা বলছেন?

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: হ্যাঁ। তাদের বিচার দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা জরুরি। আরেকটি বিষয় হলো, যাদের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে তাদের বারবার অন্য মামলায় আদালতে হাজির করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। তাতে সম্পদ ও সময়ের যেমন অপচয়, তেমনি তাদের সহযোগীদেরও সুযোগ করে দেওয়া হয়। এভাবে সুযোগ করে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। যেহেতু মৃত্যুদণ্ডের পর আর কিছু থাকে না, সেহেতু এটি হওয়া উচিত নয়।

সমকাল: জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ করে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের কার্যক্রম কীভাবে দেখছেন?

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সিটিটিসি অত্যন্ত ভালো কাজ করছে। তারা অনেককেই জঙ্গিবাদ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। এটি সফলতা। তারা কেবল অভিযানই পরিচালনা করছে না, একইসঙ্গে গবেষণাও করছে– কেন মানুষ জঙ্গিবাদের দীক্ষা নেয় এবং তাদের ফিরিয়ে আনার উপায় কী। তাদের মধ্যে শিক্ষিত বেশ কিছু কর্মকর্তা রয়েছে। এই ইউনিটটির আরও সফলতার জন্য তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। তাদের ব্যাপারে প্রচার দরকার, যাতে সাধারণ মানুষ জানতে পারে। আমি মনে করি, জঙ্গিবাদ নির্মূলে সিটিটিসি ফোকাসে থাকা দরকার। তাদের কেন্দ্র করে জঙ্গিবাদবিরোধী অভিযানগুলো হওয়া প্রয়োজন এবং এর মধ্যে একটা সমন্বয় দরকার।

সমকাল: জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রযুক্তিগত সক্ষমতায় ঘাটতির অভিযোগ উঠছে।

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে প্রযুক্তিগত সক্ষমতাও জরুরি। এখন যেহেতু শিক্ষিত জনগোষ্ঠীও জঙ্গিবাদে জড়িত হচ্ছে, সেহেতু তাদের মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীরও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সক্ষমতা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে জঙ্গিবাদীদের থেকেও আমাদের এগিয়ে থাকতে হবে। আমাদের বাহিনীগুলো এগিয়ে না থাকলে তাদের মোকাবিলা কঠিন হবে। প্রযুক্তিগত সক্ষমতার পাশপাশি আমি বলব আমাদের মানবসম্পদের উন্নয়নও ঘটাতে হবে। বাস্তবতা আমলে না নিয়ে পদক্ষেপ নিলে জঙ্গিরা এভাবে ছিনতাই হয়ে যেতে পারে।

সমকাল: সার্বিকভাবে জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও তৎপর হতে হবে। তাদের গুণগত মান বৃদ্ধি করা জরুরি। তা ছাড়া সাধারণ মানুষকে সচেতন করাও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যাতে বিভ্রান্ত না হয় এবং বিপথে পা না বাড়ায় সে জন্য সজাগ থাকতে হবে। সচেতনতার অংশ হিসেবেই শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিবিরোধী প্রচার ব্যাপকভাবে দরকার। তা ছাড়া আমাদের রাজনৈতিক বিভাজনের সুযোগ নেয় জঙ্গিরা। জঙ্গিবাদ এমন বিষয় যেটা দেশের জন্যই নয়, বরং আন্তর্জাতিকভাবেও হুমকি। এসব বিষয়ে একমত হয়ে পদক্ষেপ নেওয়া চাই।

সমকাল: সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী: আপনাকেও ধন্যবাদ।